# আল্লাহ্‌র কোমলতার সম্পদ

*আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।*
*আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।*
*আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।*
*মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌ মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,*
*শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।*
*তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।*

আল্লাহ্‌ যেন আমাদেরকে উনার কোমলতা থেকে বঞ্চিত না করেন। আল্লাহ্‌র (আযযা ওয়া জাল্লা) আছে অনন্ত সম্পদ এবং তিনি বলেন, "যত চাও নাও"। তিনি এত পুরস্কার দান করেন যার শেষ নেই। মানুষের চিন্তাশক্তি রুদ্ধ হয়ে যায় এই ভেবে, "এত পুরস্কার দিয়ে আমরা কি করতে পারি?" কখনো না বোলো না। এই পৃথিবী ব্যবসার জায়গা। যত পার নাও।

পুরস্কারগুলো এরকম যেমন, "যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, যত মানুষ সেই আযানের ডাকে নামাযে আসে তাদের সবার পুরস্কারও মুয়াযযিনের জন্য লিখিত হয়", আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন। সাহাবাগণ তখন বলেছিলেন, "আমাদের সবার আযান দেয়ার সুযোগ হয় না।" আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "তোমরাও একই পুরস্কার লাভ করবে যদি তোমরা মুয়াযযিনের সাথে পুনরাবৃত্তি কর। যখন সে বলে, "আল্লাহু আকবার" তোমরাও বল "আল্লাহু আকবর", যখন সে বলে, "আশ-হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", তোমরাও তা বল, যখন সে বলে, "আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ" তোমরাও তা বল। তারপরে বল "লা হাওলা" যখন সে বলে "হাইয়া আলাস সালাত" এবং এভাবে মুয়াযযিনের সাথে শেষ কর।

তাই এরকম কোন কথা নেই যে আল্লাহ্‌ শুধু একজন ব্যক্তিকে দান করেন আর অন্যজনকে দান করেন না। অথবা, এরকম কোন ভয় নেই যে উনার সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। অনেক সময় তুমি পৃথিবীর কিছু মানুষের সম্পদের পরিমাণ শোন এবং তোমার মাথা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাও শেষ হয়ে যাবে যদি সে সব সম্পদ বিলিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র (আযযা ওয়া জাল্লা) আছে অশেষ সম্পদ এবং তিনি বলেন, "নাও"। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের বিপরীত, তিনি দানশীল। মানুষ যতই সম্পদশালী হোক বা যতই দানশীল হোক না কেন তার একটি সীমা আছে। তারা সীমার বাইরে দিতে পারে না।

আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন, "এই কাজটি কর – শত শত হাজার পুরস্কার তোমার জন্য থাকবে। ওই কাজটি কর – বহু মিলিয়ন পুরস্কার তোমার জন্য থাকবে।" মুয়াযযিন কাবা শারীফে আযান দেয় আর তুমি তার সাথে পুনরাবৃত্তি কর। সেখানে এক লক্ষ নাকি দেড় লক্ষ মানুষ নামায পড়ে? মুয়াযযিন তাদের সাওয়াব লাভ করে এবং তোমারও তাই লাভ হয়।

কিন্তু, আমাদের লোকেরা, যারা সেখানে যায় তারা এ ব্যাপারে অসচেতন। যখন মুয়াযযিন আযান দিচ্ছে, একজন তার বন্ধুর সাথে দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলছে অথবা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ

# হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তোমার বহু মিলিয়ন পুরস্কার লাভের অনেক সুযোগ আছে। আল্লাহ্ তোমার জন্য বহু পুরস্কার লাভ করা পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন কিন্তু তুমি সে ব্যাপারে অচেতন। সেটা বাদ দাও, অনেকে কাবাতে যায়ও না এই বলে যে, "হোটেল বেশি আরামদায়ক"। তারা হোটেলে থাকে। পরে তারা দাবী করে "আমরা উমরা করেছি"।

এরকম জিনিস যখন চলছে তখন যত বেশি সম্ভব করার চেষ্টা কর। তুমি সেখানে এমনিতেই মাত্র এক সপ্তাহ বা দশদিন থাকবে। নিজেকে অভ্যস্ত কর। নিজেকে অভ্যস্ত কর ভালো আমাল অর্জনে এবং পুরস্কার লাভে। আমাদের সমসময় এভাবে ভাবতে হবে। আমাদের কে দুনিয়ার থেকে বেশি আখিরাতের কথা ভাবতে হবে। যেখানেই আখিরাতের কোন উপকার আছে, সেটিই আমাদের করতে হবে। আল্লাহ্ যেন আমাদের নাসীবে এবং কিসমাতে তা রাখেন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১১ জানুয়ারী ২০১৭/১৩ রাবিউল আখির ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।